ত্রৈমাসিক অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা

পঁচিশ বর্ষ, বিশেষ অনলাইন চতুর্থ সংখ্যা,
মে ২০২২, এগারো জৈষ্ঠ্য, ১৪২৯

 কপিরাইট © 2022 চিত্রোক্তি - কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকা । অনলাইন সংখ্যা, মে ২০২২, এগারো জৈষ্ঠ্যসংখ্যা ১৪২৯ | সর্বস্বত সংরক্ষিত

আপনারা জানেন **চিত্রোক্তি** - কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬ সাল। কবি-সম্পাদক-গল্পকার শ্রী অমল করের একান্ত সহযোগিতা এবং সাহচর্যে চিত্রোক্তির পথ চলা শুরু হয়েছিল । ক্রমাগত নয়টি মুদ্রিত সংখ্যা প্রকাশ পাবার পরে বিভিন্ন কারণে এটি অনিয়মিত হয়ে পড়ে । যদিও চিত্রোক্তি পত্রিকা সামাজিক কাজকর্ম থেকে বা সাহিত্য থেকে কখনই বিচ্যুত হয়নি। এখন আবার নব কলেবরে অনলাইনে পুনরায় প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। আশাকরি এই এগারো জৈষ্ঠ্যর বিশেষ চতুর্থ সংখ্যাটিও সকলের ভালো লাগবে আগের সংখ্যাগুলোর মতই।

সম্পাদক: শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
প্রধান উপদেষ্টা: অমল কর
যুগ্ম-সম্পাদক: সম্রাট পাত্র, অরবিন্দ সাঁতরা

প্রচ্ছদ ভাবনা – গার্গী চট্টোপাধ্যায়

দপ্তর

“চিত্রোক্তি”
সম্পাদক – শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
"আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট”
বোস পাড়া রোড,
বড়িশা পূর্ব পোস্ট,
কলকাতা - ৭০০০০৮

Email: write@chitroktipotrika.org
WhatsApp: 8297976134

www.chitroktipotrika.org
www.chitrokti.org

CHITROKTI POTRIKA

"মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল, আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না –
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত!"

 কপিরাইট © 2022 চিত্রোক্তি - কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকা । অনলাইন সংখ্যা, মে ২০২২, এগারো জৈষ্ঠ্যসংখ্যা ১৪২৯ | সর্বস্বত সংরক্ষিত

লেখক সূচি

কবিতা

- আশিস সান্যাল – নজরুলকে নিবেদিত : 07
- রমেশ পুরকায়স্থ – আমি কবি ক্ষুধাতুর শিশু একটু নুনের : 07
- অমল কর – বিদ্রোহী নজরুল : 07
- পরিমল ঘোষ – কবি নজরুল : 08
- কালিদাস ভদ্র – অজেয় নজরুল : 08
- প্রদীপ চক্রবর্তী – বিদ্রোহী : 08
- চয়ন ভট্টাচার্য – পাত্রখানা যায় যদি যাক : 09
- প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় – মান-চিত্র : 09
- বিমল দেব – নজরুল : 09
- তাপস মিত্র – আজ কবির জন্মদিন : 10
- ভবানীশংকর চক্রবর্তী – স্মরণ : 10
- গৌরী সেনগুপ্ত – চিরবিদ্রোহী সৈনিক তুমি : 10
- খুকু ভূঞ্যা – যা ভাঙছে ভাঙুক : 11
- স্বাতী ঘোষ – মরমিয়া : 11
- লিপিকা চট্টোপাধ্যায় – আহ্বান : 11
- নীলিমা সরকার – পারিজাত ফুল : 12
- মধুছন্দা মিত্র ঘোষ – বোধ : 12
- উৎপল দত্ত – নীরব কেন কবি : 12
- শঙ্খ অধিকারী – কবি নজরুল : 13
- নীলাঞ্জনা হাজরা – অস্তিত্বে ব্যতিক্রমী একজন মানুষ : 13
- সোমা লাহিড়ী মল্লিক – কবি নজরুল : 13
- সুপ্রভাত সরকার – কবিতার কবি তুমি : 14
- নীলাঞ্জন কুমার – স্থান : 14
- বিপুল কুমার ঘোষ – কাজী নজরুল : 14
- সুতপা দেবনাথ – নজরুল স্মরণ : 15
- প্রদীপ দে – বন্দনা স্তবকে কবি নজরুল : 15
- তেজেশ অধিকারী – বিদ্রোহী দুখু মিঞা : 15
- শোভন বিশ্বাস – আমাদের নজরুল : 16
- সঞ্জীব রজক – কাজি নজরুল ইসলাম : 16
- নন্দিনী সরকার – রুদ্র : 16
- দর্পণা গঙ্গোপাধ্যায় – কাজী নজরুল : 17
- ব্রততী চক্রবর্তী – প্রণাম হে নজরুল : 17
- নির্মলেন্দু শাখারু – যাইনি ভুলে : 17
- কঙ্কণ সরকার – ওরা তিনজন : 18

CHITROKTI POTRIKA

- রাজকুমার শেখ – যে আগুনে রোজ পুড়ি নজরুল : 18
- তীর্থঙ্কর সুমিত – নজরুল : 18
- গোপেন মণ্ডল – বিদ্রোহী কবি : 19
- পল্লব চট্টোপাধ্যায় – আমি পুরুলিয়ার কাজী : 19
- সুপ্রতীম ভৌমিক – কাব্যিক ঋভু : 19
- লক্ষ্মী বিশ্বাস ভৌমিক – অগ্নি-ক্রীড়ার নজরুল : 20
- কাশীনাথ সাহা – বিদ্রোহী কবি : 20
- অনিমেষ রায় – নজরুল : 20
- মনোজ কুমার মণ্ডল – ধূমকেতু শিখাটি তোমার : 21
- জগদীশ মন্ডল – সাম্যবাদী গান : 21
- সঞ্জিত দাস – তোমার প্রতি : 21
- দেবাশীষ সরখেল – নজরুল স্মরণে : 22
- শিবানী পাঁজা – সবার কবি : 22
- কেশব সরকার – বিদ্রোহী কবি : 22
- মৌসুমী মান্না ভট্টাচার্য – অগ্নিদূত : 23
- গোপাল বিশ্বাস – কবি নজরুল স্মরণে : 23
- শ্যামল শীল – কাজী নজরুল : 23
- সন্দীপ জানা – আজ এই দিনে... : 24
- বাসন্তী দাশ – তুমি আছো, তোমাতেই : 24
- শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায় – ফিরে এসো নজরুল : 24

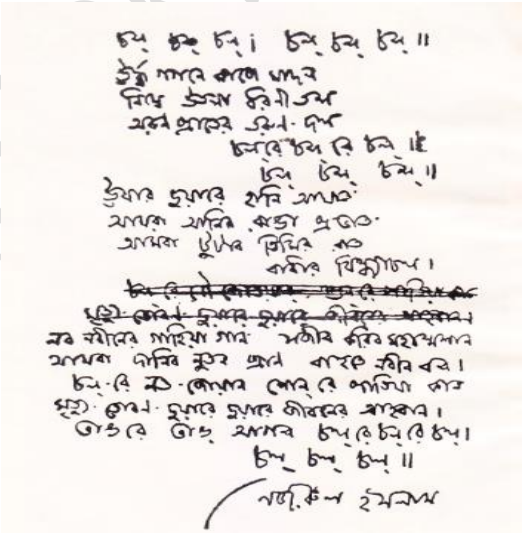

CHITROKTI POTRIKA

কিছু কথা

নজরুল ইসলাম ছিলেন মানুষের কবি। তাঁর প্রতিবাদের কথাকে তিনি কাব্য ও গানে রূপ দান করেছেন। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন পৃথিবীর সব অবিচার আর জুলুমের বিরুদ্ধে। তাঁর প্রতিটি লেখা মাটির কাছাকাছি বলেই সর্বোস্তরের মানুষের প্রিয় কবি হিসেবে তিনি পরিচিত। কবি নজরুলের মানব প্রেমের সঙ্গে আমাদের আমাদের আত্মিক যোগ। মানুষকে ভালোবাসাইতো মানব জীবন। তাই তিনি শুধু বিদ্রোহী কবি নন। এই সত্তা ছাড়াও কবির সৌন্দর্য পিপাসা এবং জাতীয় জাগরণের প্রচেষ্টা কবিকে অনন্তকাল চিরঞ্জীব করে রাখবে।

নজরুলের কবিতায় ভয় নেই, ধ্বংস নেই, নিরাশার অন্ধকার নেই। আছে প্রেম, মানবতা, নির্ভয়ে এগিয়ে চলার তাগিদ। আছে ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা, আছে আশার আলো ।

গানের জগতেও তিনি ছিলেন এক অবিস্মরণীয় শিল্পী। তিনি রচনা করেছেন মানব হৃদয়ের দুঃখ- বেদনা, বিরহের কালজয়ী সংগীত। শুধু রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, সুর সৃষ্টি করেছেন অনবদ্য বিচিত্র ঢং-এ। পৃথিবীতে তাঁর মতো আর কোনো কবির এত বেশি গান রেকর্ড হয়েছে কীনা সন্দেহ। প্রকৃতি বর্ণনা, নারীর অধিকার এবং শিশুমন নিয়ে তাঁর কবিতার সম্ভার বহুল। “বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি” - প্রকৃতির সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্কের পরিচয় বহণ করে। “নারী” কবিতায় তিনি নারীর অধিকার তুলে ধরে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। শিশুদের জন্যে তার ঝুলি পূর্ণ। খুকি ও কাঠ বিড়ালী, লিচু চোর, ঝিঙ্গেফুল, খাঁদু-দাদু, প্রভৃতি কবিতাগুলোতে শিশু মনের সুন্দরতম বিকাশ ঘটেছে। বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে তাঁর রচনা উজ্জ্বল ঐশ্বর্য।

শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক – চিত্রোক্তি

CHITROKTI PATRIKA

কবিতা

আশিস সান্যাল
নজরুলকে নিবেদিত

তোমার মুখশ্রী থেকে
উৎসারিত আলো
আমার হৃদয় জুড়ে
চেতনা ছড়ালো।

যেখানে মানুষ মানুষের নীচে
হিন্দু বা মুসলমান
সেখানেই শুনি তোমার কণ্ঠে
সাম্যের জয়গান।

রমেশ পুরকায়স্থ
আমি কবি ক্ষুধাতুর শিশু একটু নুনের

তার এক হাতে ছিল অর্ফিয়াসের বাঁশি, আর হাতে রণতুর্য
চিরন্তনের কবি চায়নি সে হতে যুগের হুজুগ কেটে গেলে
চায়নি সে মেকি স্বরাজের ডামাডোল;
ক্ষুধাতুর শিশু দুমুঠো ভাতের স্বপ্নে বিভোর – একটু নূন
দুখুমিয়া তাই বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছে শিকল ভাঙার গান।

শিকল ভেঙেছে, পরজীবিদের সাত-মহলায় এখন ভোজ
তুমি তাই আজো রক্তে আমার উদ্যত নজরুল
প্রেম ও যুদ্ধ দুহাতে মেলাবে জীবনের মোহনায়
তাই আমি কবি ক্ষুধাতুর শিশু, একটু নুনের
তোমার জন্য পলাশ ফুলের মউ যদি দিতে পারি।

অমল কর
বিদ্রোহী নজরুল

আজও জ্যৈষ্ঠের আহ্বান আনে নব জাগরণ
আজও মুক্তির স্বপ্ন ছিন্ন করে দাসত্বের বন্ধন
আজও সমস্ত সত্তায় তাঁর অবাধ বিচরণ
আজও আলোকিত উদবেলিত শতসহস্র প্রাণ
আজও জীবনের গানে উল্লাসে উতরোল
আজও জীবনযাপনে বিদ্রোহী নজরুল।

CHITROKTI PATRIKA

পরিমল ঘোষ
কবি নজরুল

একদিকে পরাধীনতার গ্লানি ও লজ্জা,
অন্যদিকে সমাজ-লালিত অন্যায়,
এরই মাঝে নজরুল এসে দাঁড়ালেন সামনে
এবং উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন---
শিকল ভাঙার গান, সাম্যের গান।

আজ এই স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামির দিনে
মন যখন চরম বিষণ্ণতায় ভরে যায়,
নজরুলকে বড়ো বেশি মনে পড়ে,
বারবার উচ্চারণ করতে চাই---
তাঁর জ্বালাময়ী রক্তাক্ষরা বাণী।

কালিদাস ভদ্র
অজেয় নজরুল

তোমার কবিতা আর গান
বঞ্চিত মানুষের ভাষা
শোষকের বুকে হৃৎকম্প

দুর্বার বিদ্রোহী অনল তুমি
স্বধীনতা -গ্রাসীর কাছে
মানুষে মানুষে যারা
বিভেদের বিষ ঢালে
করেছ তাদের তুমি একঘরে

অগ্নিবীণায় বাজে তাই
দুই বাংলার সম্প্রীতির গান।

প্রদীপ চক্রবর্তী
বিদ্রোহী

হুড়মুড়িয়ে ভাঙল আকাশ অভিমানের মরু
বেদুইনপ্রেম মরীচিকায় খেজুর পাতার নূপুর
ক্লান্ত বেণু দোসর খোঁজে পান্থ ছায়াতরু
দস্যিবালক কবিতা কারায় অনশনের দুপুর

বাবরিসোহাগ ডাগরচোখে গান বেঁধেছে লেটো
শেকলছেঁড়া হাতের খোঁজে হন্যে অভিযান
খ্যালে মূর্তি গড়ে মূর্তি ভাঙার অস্থির সেই পোটো
সোহাগে বিরহে বেদনে লড়ায়ে গান বেঁধেছে গান

ফুলপাপড়ির ঘায়ে মূর্ছা না_মধুকর ভিমরুল
দামাল বালক কামাল পাশার আদুরে নজরুল।

CHITROKTI PORIKA

চয়ন ভট্টাচার্য
পাত্রখানা যায় যদি যাক

সূর্য ওঠে তো! রোজই ওঠে! নিজের অভ্যাসে-
জমিরুদ্দি খাঁ চমকে যান,
জেলখাটা সাংবাদিক নিখুঁত স্বরলিপিতে তাঁর সুরের তালিমে বাংলা গান বাঁধেন!
চারণ কবি বলেন, দুখু মিঞা রবিঠাকুরের হাফিজ - গানের পর গান গেয়ে যেতেন।

ধুমকেতু র সম্পাদকের স্মৃতি জেগেছিল,
মায়ের সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না
জানবার পরে একটা গানই বুক ঠেলে উঠেছিল
"পাত্র খানা যায় যদি যাক ভেঙেচুরে!"

আঙুরবালা চোখের জল মোছেন,"গুরুদেব,
যাবার বেলায় কাজিদাকে স্তব্ধ করে গেলেন!"

প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়
মান-চিত্র

তবে কী আমাদের নিঃস্ব করে দিয়ে
নিঃশব্দে ফিরে গেল দ্রোহকাল!

এখন কারা যেন মঞ্চ সাজায় অন্ধকার দিয়ে
চারিদিকে উড়ে বেড়ায় তোষামদি মেঘ
বিদ্বজনও খেলে আজ আত্মনাশী খেলা।

তুমিতো একসাথে বাজিয়েছিলে কবি
বাঁশি আর বিদ্রোহের সুর
মাথা উঁচু গেয়ে গেছ মুক্তির গান:
আজ হেঁট মাথা সকলের স্তাবক নির্ণয় করে মান!

বিমল দেব
নজরুল

সময়কে নিয়ে ও সময়কে ছাড়িয়ে যে মানুষ
বেঁচে থাকেন
তিনিই প্রকৃত কবি_
তিনি কবি নজরুল।

একই মানুষের মধ্যে
বহু মানুষের সম্মিলন_
তিনিই কবি নজরুল

আমাদের সব জানালা খুলে দিয়ে
সময়কে ছাড়িয়ে
আজও তিনি টানটান হেঁটে যাচ্ছেন।

CHITROKTI PATRIKA

তাপস মিত্র
আজ কবির জন্মদিন

তাকে যে নামেই ডাকি কিছু যায় আসে না
গভীর অরণ্য আকাশে হেলান দেয়া পর্বত
এ সমস্তই উপমা হতে পারে ডাকের সাজ
এ সব দিয়ে মানুষটাকে ছোঁয়া যাবে না

এখন তো সরব পাঠের দিন নয় আঙুল আর মস্তিষ্ক
দেশের কারবারিরা চড়া রং মেখে মাইক্রোফোন
কবিরাও মঞ্চ সজ্জার বাহারি থার্মোকল
এ সময় তোমার মতো আর কাউকে দেখছি না
যে সত্যি সত্যি দেশকে ভালোবাসে
বিষের বাঁশি বাজায়

ভবানীশংকর চক্রবর্তী
স্মরণ

সেদিন ছিল দেশে পরাধীনতার গ্লানি
সেদিন তরুণ বুকে ছিল হাহুতাশ
তোমার কলম শুনিয়েছিল আশার বাণী
মাতিয়েছিল জনচিত্ত সুরের সুবাস

এখন শুনি না সেই বিপ্লবের স্বর
এখন বাজে না বীনায় জাগরণী সুর
সমাজের সারা গায়ে দুষ্ট কালাজ্বর
জানিনা মুক্তির পথ আরো কতদূর!

তোমাকে স্মরণ করি কবি এই অবেলায়
তোমার জিওন মন্ত্রে বেঁচে যাবো এ মারি-খেলায়

গৌরী সেনগুপ্ত
চিরবিদ্রোহী সৈনিক তুমি

সঞ্চয়ে ' সঞ্চিতা ' নিয়ে রেখেছি সে কড়া হুঁশিয়ারি
সাম্যের গানে পূজার দুয়ার খুলে দিলে কান্ডারি।

উদাসী চিরাগ হে মুসাফির সৃষ্টির উল্লাসে
হৃদয়ে তোমার বিশ্ব - দেউল বিভেদ বিনাশে।

কোরান - পুরাণ - বেদ- ত্রিপিটক সব কিছু একাসনে
মেলালেন তিনি মেলালেন এসে ওই সাম্যের গানে।

হৃদয়ের ধ্যানে ত্যাগের মহিমা আপন প্রসাদগুণে
চিরবিদ্রোহী সৈনিক তুমি ফিরে এসো দুর্দিনে ও।

প্রতিবাদী হে মানবতা তোমাকে সালাম
অধিকার চাই সাফকথা তুমি নজরুল ইসলাম।

CHITROKTI PATRIKA

খুকু ভূঞ্যা
যা ভাঙছে ভাঙুক

অগ্নিবীণা আর বাজায় না কেউ
শিস দিতে দিতে পথ ভাঙে আজকের যুবক
আকণ্ঠ সুরা আর শরীরের খিদে নিয়ে নিত্য যাপন
সিংহ পুরুষের অভাবে ভেঙে পড়ে সমাজের মেরুদণ্ড

হে বিদ্রোহী_
কেন এই দায় বহন করে অক্ষর বিশেষ সংখ্যায়
যা ভাঙছে ভাঙুক, পুড়ছে পুড়ুক
অমৃতলোক থেকে আপনি দেখুন
নিত্যদিনের জন্ম মৃত্যু, আর রাশিকৃত ধ্বংসের হাড় পেরিয়ে
শিশুদল ছুটে আসছে, ভয়াল অগ্নিকুণ্ডের দিকে....

স্বাতী ঘোষ
মরমিয়া

লেখনী তোমার উদ্যত
তুমি দৃপ্ত তুমি কোমল
বহতা নদীর মতো সৃষ্টির স্রোতোধারায়
ভাসালে অমোঘ
মরমিয়া, ব্যথার সন্ধান জেনেছ তুমি
দুখের সাগর তোমার অপার চারণভূমি
হৃদয় গভীরে মঞ্জরিত
বেদনার স্বর্ণকমল ওই ভেসে যায়
দরদি ক্লান্ত প্রাণ
ঘুমাও এবার কবি ---

লিপিকা চট্টোপাধ্যায়
আহ্বান

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা
গণ অধিকার, বলেছে কবিতা
লিখেছে ভাঙতে লৌহকপাট
তোমার মাভৈঃ সুর।

জলোচ্ছ্বাসের মতো ভেসে যায়
সৃষ্টি সুখে যা দিয়েছো অভয়
বিদ্রোহ আজও বজ্র শিখরে
ধ্বস্ত অন্তঃপুর।

এসো জাগ্রত, উদ্ধত প্রাণ
লিখে যাও স্থায়ী ঠিকানার গান।

CHITROKTI PATRIKA

নীলিমা সরকার
পারিজাত ফুল

শুদ্ধ প্রেমের মগ্ন কুসুমে ফুটে
বিরহ মেদুর কাতর কথার সুর
তেমন জীবনে সুবাস মেখেই গায়
এই পৃথিবীর নিভিয়েছে কত দায়

সেদিন হয়তো কাছাকাছি আসা নিয়ে
সোনার পদকে স্বর্ণযুগের ঘাটে
বাজিয়া ওঠেছে ব্রহ্মকলির শাঁখ
সবুজের ত্বক বিশ্বমানের মাঠে

সেই ত্বকে গাঁথা অগ্নিবীণার মূল
পারিজাত ফুল নজরুল নজরুল!

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ
বোধ

আপনার সঙ্গে যে কবিতার মাধ্যমে
প্রথম পরিচয়
তখন কিন্তু আমিও ছিলাম
এক্কেবারেই 'খুকুমণি'
'ভোর হলো দোর খোলো'-র,
সেই বয়সের খুকুমণি

ভাবতে ভালো লাগে, সেখানে,
কচিকাচাদের ঘুম ভাঙানিয়া ছড়ায়
কোনো 'খোকাবাবু' নয়
ছোট্ট বালিকা কোনো 'খুকুমণি'

উৎপল দত্ত
নীরব কেন কবি

সুরটা তিনি উড়িয়ে দিলেন আগেই
উড়ছে উড়ুক উড়ছে উড়ুক
ততক্ষণে অক্ষরে অক্ষরে
গানগুলো সব আগুনজ্বালায় পুড়ুক

গান তো দিলে রাজার মতো দু-হাত ভরে দানে
নিরাশক্তি এতই কেন নিজেরই সন্তানে
সে গান নিয়ে প্রোমোটারের ব্যাবসা উঠল জমে
কবি তুমি জলসাতেও ডাক পেলে না ক্রমে
এখন দেখি মঞ্চে যখন মনভোলানো ছবি
অভিমানেই বলে ফেলি 'নীরব কেন কবি'

CHITROKTI PATRIKA

শঙ্খ অধিকারী
কবি নজরুল

বর্ধমানের চুরুলিয়ায়
ফুটেছিল ফুল
গন্ধ নিতে এসেছিল
কাজী নজরুল।

কাব্য লিখে শত শত
বাঙালির মন
আনন্দে ভরিয়ে দিল
সারাদিন ক্ষণ।

বিদ্রোহী কবি নামেই বঙ্গবাসী জানে
বিরহের চিত্র নামে তোমারই গানে।

নীলাঞ্জনা হাজরা
অস্তিত্বে ব্যতিক্রমী একজন মানুষ

একটা সংগ্রামী জীবনের প্রতীক
একটা দুঃখের জীবনের প্রতিচ্ছবি।
একটা বিপ্লবী জীবনের চিহ্ন।
একটা সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু।
একজন সামাজিক কর্মী।
যিনি অত্যন্ত সাধারণ ভাবে উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন।
কুসুম-ফুলের বৃন্তে, অসীমায়িত পারাপারে।
তাঁর দাঁড় এখনও গঙ্গা পদ্মায় ভাসে।
সে ঘুরে ফিরে আসে না।

সোমা লাহিড়ী মল্লিক
কবি নজরুল

আজকে আমার এ প্রাণ উন্মুখ,
প্রিয় পরশে, হালকা হাওয়ায়
ভেসে এল গান, বাতায়নে তায়,
'দেব, খোঁপায় তারার ফুল'।

মানুষে মানুষে হানাহানি দেখি,
রক্তপিপাসু হায়েনার দল,
কবির কণ্ঠে হাহাকার অতল,
লিখলেন 'মানুষ', কবি নজরুল।

CHITROKTI PATRIKA

সুপ্রভাত সরকার
কবিতার কবি তুমি

কবিতার মাধ্যমে চিনেছি তোমায়।
তুমি আর তোমার কবিতা একে অপরের সাথে মিশে আছো
যেমন গাছের শিকড় জড়িয়ে ধরে রাখে
ভিজে মাটিকে গহীন গহ্বরে।

তুমি এক অন্তহীন অসাধারণ সত্ত্বা
তোমার কবিতা উচ্ছলতা আনে আমার রক্তে
বয়ে যায় অনুরাগ আর অনুভূতি হয়ে
ধমনীর প্রতিটি শিরা উপশিরায়।

আমি পাগল হয়ে উঠি অমার মন কোন বাধা মানে না,
ছুটে যায় আন্তরিক আশক্তির আহ্বানে বিপুল বিবশতায়।

নীলাঞ্জন কুমার
স্থান

স্থান কে নেবে নজরুল রবীন্দ্রের?
কে পথিক হবে দীর্ঘ পরিক্রমার?

বড় ভ্রষ্ট এখন সব, বড় তাড়াতাড়ি সব
ছুঁতে চায় শ্বেত চূড়া, প্রগতির গরিমায়!

তবু নজরুল তবু রবীন্দ্র আমাদের চেতনার
শীর্ষ বিন্দু ছুঁয়ে আছে অবাক বিস্ময়ে!

স্থান কে নেবে নজরুল রবীন্দ্রের?
কে কন্টকাকীর্ণ পথ পার হতে হতে রক্ত ঝরাবে?

বিপুল কুমার ঘোষ
কাজী নজরুল

কাজী নজরুল কাব্যের বুলবুল জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের ছন্দ
পণ ছিল তাঁর জাতের নামে বজ্জাতিটা বন্ধ।
শিকলভাঙার গান লিখেছেন সাম্যবাদের জন্য,
সৃষ্টি সুখের মহিমায় তাঁর দেশজননী ধন্য।
নজরুলের গান কাব্য ছড়া অন্যায়কে দেয় রুখে,
দুখু মিয়া কেঁদেছেন যে সর্বহারাদের দুখে।
পরাধীনতায় এনেছে তাঁর বিষের বাঁশি শক্তি,
গজল গানে শ্যামের বাঁশি মনে আনে ভক্তি।
কাব্যাকাশে ধূমকেতু এক তিনি প্রেমের কবি,
উদাস মনে এঁকেছেন যে বাংলা মায়ের ছবি।

CHITROKTI POTRIKA

সুতপা দেবনাথ
নজরুল স্মরণ

মানবতার দায় মাথায় নিয়েছিলে
তোয়াক্কা ছিল না অমরত্বের
"দূর্গম গিরি কান্তার মরু" পার করে
বিদ্রোহী কবি হয়ে উঠেছ
ঘাম রক্ত কারাবাস কিছুই রুখতে
পারেনি তোমার স্বপ্নকে
ওই ভাসাভাসা চোখদুটিতে
আজও জেগে আছে সাম্যবাদের সাধ।

প্রদীপ দে
বন্দনা স্তবকে কবি নজরুল

তিনি নজরুল, কবি নজরুল.....
কলমে উষ্মার প্লাবন, অগ্নিবীণায় আগুন শব্দ নিয়ে ঝংকার -
নিভৃতে তাঁর জাগরণী ডাক, সে যেন সর্বকালের কণ্ঠস্বর!
উত্তাল জীবনশৈলীর পরতে পরতে, শিহরিত ঘুমন্ত চেতনা,
ভাবনার জঠরে, সাম্যবাদ, সময়োচিত, অনির্দিষ্ট বিপ্লব,
সৃষ্টির আড়ালে, রক্তধারায়, সহজাত জাগরী হয়ে আছে আজও!
তবুও, কাব্যিক আধারে কবি, সুকুমার, আয়তনয়ন, মানবতা-পূজারী।
তিনি জৈষ্ঠ্যের ঝড়, জলপ্রপাতের অন্তর্লীন বিষাদের মাঝে সর্বজ্ঞ,
আনন্দময়, ঋষিকল্প, সাধন সংগীতে একক, অনন্য, ধর্ম -সমন্বয়ী।
তিনি নজরুল, কবি নজরুল!

তেজেশ অধিকারী
বিদ্রোহী দুখু মিঞা

দুখু মিঞার মাথায় ছিল
দুখু মিঞার গান ।
সেসব সুর আসলে ছিল
দুখু-হিয়াদের প্রাণ ।

দিকে দিকে 'লাঙল'ও ছিল
সবহারাদের চিত্ত ।
তাদের গভীরে 'রুদ্রবীণা'
ঝংকারও তোলে নিত্য ।

তাঁর কলমের জাগরণ
সত্যসাধন পরিত্রাণ ।

CHITROKTI PATRIKA

শোভন বিশ্বাস
আমাদের নজরুল

আমাদের আঁধার মনের ঘুমঘোরে
এসে নজরুল তুমি
জাগালে চেতনার রং
ভাঙালে ধর্মান্ধতার ভুল
মায়াবি শেকড় হয়ে বাঙালির ঘরে
শেখালে ভ্রাতৃপ্রেমের ভাষ্য
কি আগুন তোমার কাব্য-ছড়ায়
কি মধু তোমার গানের বাঁশিতে
গঙ্গা-পদ্মার মিলন প্রবাহে আজও
তোমারই সুরের সুরভি হাসে।

সঞ্জীব রজক
কাজি নজরুল ইসলাম

গানের সুরে গোলাপ ফোটে
কাব্যে রণতূর্য,
এক দিকে তার চাঁদের আলো
অন্যদিকে সূর্য।

সম্প্রীতি আর স্বাধীনতার
স্বপ্নে তিনি মশগুল,
নিপীড়িতের পাশে দাঁড়ান
স্পষ্টভাষী নজরুল।

নন্দিনী সরকার
রুদ্র

চুরুলিয়ায় জন্মেছিল দুখুমিয়া কাজী
ছোট্ট থেকেই কাব্যে ছন্দে তৈরি ছিল হাজি।

মুখে মুখেই বাঁধত কত যাত্রাপালার গান,
দুখেই কাটে ছেলেবেলা খিদেতে আনচান।

বাউলরূপে জীবন যাপন প্রকৃতি তার প্রাণ,
হিন্দু ছিল নয়নমণি মুসলিম তার জান ।

বুলবুলেরই বিয়োগ ব্যথায় স্তব্ধ হলেন কবি,
স্নেহ ভরে উদার স্বরে ডাক দিলেন যে রবি।

বাংলা মায়ের দামাল ছেলে নজরুল তাঁর নাম,
স্মৃতি হারিয়ে নীরব হলে, তোমারে সেলাম।।

CHITROKTI PATRIKA

দর্পণা গঙ্গোপাধ্যায়
কাজী নজরুল

হে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল
তোমার বিদ্রোহ বাঙালি চেতনার মূল।
ধর্মের গোঁড়ামি ঘুচিয়ে পেয়েছো সবার মান,
তুমি পেরেছো করে দিতে এক, হিন্দু-মুসলমান।
বিরহী প্রেয়সীর কন্ঠে তুমি বিদায় সন্ধ্যাবেলা,
অভিসারীনির জরিণ ফিতায় খেলেছ মূখর খেলা।
মন্ত্র দিয়েছ তরুণ কন্ঠে,কারার ঐ লৌহ কপাট!
গানের সুরে ঠুংরী, গজল ওস্তাদের দিয়েছো দাপট!
ছোটরা পেয়েছে প্রজাপতি গান, সঙ্গে কাঠবিড়ালি।
সবাইকে সব দিয়েও তুমি হারিয়েছ বুলবুলি।

ব্রততী চক্রবর্তী
প্রণাম হে নজরুল

তোমার লেখনীর আগুনে আগুনে
আতপ্ত প্রাণের বিদ্রোহ।
তোমার লেখনীর মায়ায় মায়ায়
সুরের পাখায় প্রেমের
অমৃতলোক, মধুময়!
ধর্মের বেড়াজাল ভেঙে
ছুঁয়েছ মানুষ, নির্ভীক,
উদাত্তস্বরে গেয়েছ
জীবনের জয়গান।
প্রণাম হে নজরুল!

নির্মলেন্দু শাখারু
যাইনি ভুলে

অবিনাশী অনুভূতি
আজও বাজে বুকে,
রেখে গেছ লেখমালা--
সঙ্গী--সুখে দুখে।

গান-কবিতায় বিদ্রোহী সুর--
দাগ কেটে যায় মনে,
'লিচু চোর'-এর রঙ্গ-মজা
আজ শিশুরা শোনে।

শেকল ভাঙার গান প্রেরণার--
লিখেছিলে কবি,
যাইনি ভুলে--আছে ঘরে
তোমার প্রতিচ্ছবি...।

CHITROKTI PATRIKA

কঙ্কণ সরকার
ওরা তিনজন

আমার বুকের ভেতরে স্থিতধী রবীন্দ্রনাথ
আর বাইরে ডাকাবুকো নজরুল
কার এত সাহস তোমাকে বলে বলে দিতে চায় বজ্রাঘাত
কেন স্বেচ্ছায় লোকে করছে এত ভুল?
লোকের দায়িত্ব নেবার জন্য যে লোক প্রয়োজন
তার অভাবই রয়েছে এখন
আমি আবারও ডাকছি রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তকে
তাঁরাই এখন হাল ধরুক অন্তত স্বদেশ বেহাল যেদিকে!

রাজকুমার শেখ
যে আগুনে রোজ পুড়ি নজরুল

তুমি নেই তবু সংগ্রাম আছে
আছে ঘাম
কুলি এখনো খাটে রোদের তাপে
ভাই সাহেব, কি বদলেছে বলতে পারেন?
তবু আশা আলো আঁধারে হাঁটি
পা মেলায় মেহনতী মানুষের সাথে
তুমি থাকলে হয়তো পূর্ব বাংলার মাটি থাকতো আমার কবরে।
আমি মানুষ ভালোবাসি
বিষ নয়...

তীর্থঙ্কর সুমিত
নজরুল

লিচু চোর আর ছেলেবেলা
সদ্য ফোটা ফুল
ভালোবাসা বুকের মাঝে
তুমিই নজরুল।

ইচ্ছে হলে হাসতে পারি
মনের দুঃখ ভুলে
প্রতিবাদে ঝড় ওঠে তাই
বন্ধ দরজা খুলে।

CHITRONTI PATRIKA

গোপেন মণ্ডল
বিদ্রোহী কবি

বিদ্রোহী তুমি কবি নজরুল
ছেলেবেলার দুখু মিঞা,
তোমার কলমে বিদ্রোহ চলেছে
কবিতা গান রচিয়া।
শ্রমিক কৃষকের মুখপাত্র তুমি,
লড়েছো জীবন প্রান,
জাতি ধর্মের সাম্য আনিতে
লিখলে "হিন্দু মুসলমান"।
তোমায় আমরা স্মরন করি
শ্রদ্ধা ভক্তির বেশে,
এখনো বেঁচে বিভেদ লড়াই
নামাঙ্কিত স্বাধীন দেশে।

পল্লব চট্টোপাধ্যায়
আমি পুরুলিয়ার কাজী

পুরুলিয়ার (আসানসোল) আমি কাজী
বিদ্রোহী আমি পাজী,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার
আমি সাইক্লোন, করি হুঁশিয়ার।

আমি সত্যের প্রতিনিধি,
আমি প্রাসঙ্গিক, বড় জেদী
আমাদের লড়াইয়ের জায়গা
মন্দির, মসজিদ, গির্জা নির্মাণ নয়
কারা যেন আলো ছড়াচ্ছে, কাটাতে ভয়।

সুপ্রতীম ভৌমিক
কাব্যিক ঋভু

উল্বণ লেখনিতে উল্লোল সৃষ্টি,
কাব্যিক ঋভু; তব অনুপম কৃষ্টি।
হাতের কলম নয় যেন এক কুচিকা
কবিতা এক একটি যেন কমলিকা।

ছিল যে তোমার মন কাব্যেই কৃষ্ট,
অজেয় ছিলে, যদিও নিদারুন অদৃষ্ট।
খিলাত না পরেও কাব্যের খলিফা,
নজরুল রাজা তুমি হৃদয়াসনে মানি তা।

CHITROKTI PATRIKA

লক্ষ্মী বিশ্বাস ভৌমিক
অগ্নি-ক্রীড়ার নজরুল

তব ছন্দ দোদুল অন্তরে,
যেন গ্রন্থিলে কত মন্তরে,
মনের গুহায় গর্জিলে তুমি,
কত প্রহর থেকে প্রহরে।
কখনো সমানুকম্প ঐকাপত্যে,
কখনো তীব্র চেতনা কষাঘাতে,
এই সমাহিত ভাবাশ্রয়ে,
তো এই বেগবান অশ্বে!
তুমি অগ্নি-ক্রীড়ার নজরুল,
তুম কাব্য-বাগানে বনফুল।

কাশীনাথ সাহা
বিদ্রোহী কবি

বিদ্রোহী কবি নজরুল তুমি একবার এসো ফিরে
স্বার্থপর পৃথিবী এখন ঢেকেছে অন্ধকারে।
তোমার কলমে পুনরায় তুমি মাটি করো উর্বর
বন্ধ্যা পৃথিবী প্রাণময় হোক আলোকিত চরাচর ।
ঘৃণা বিদ্বেষ মুছে দাও কবি ধর্মের অনাচার
আবারও তুমি প্রতিবাদে স্থির হও তুমি সোচ্চার।
ধর্মান্ধ আর অনাচার যতো ভেঙে করো চৌচির
সঞ্জীবিত হোক এ ধরনী নিঃস্ব এ প্রকৃতির!
তোমার প্রাণের উত্তাল স্রোতে মুছে দাও হাহাকার
রিক্ত এই চরাচরে কবি ফিরে এসো একবার।

অনিমেষ রায়
নজরুল

এই সেই কঠিন- কঠোর সময়
মানুষ স্বীকার করে না নিজের ভুল
এই সময় আপনাকেই প্রয়োজন নজরুল

যুদ্ধ সন্ত্রাস লুট রাহাজানি
রাষ্ট্রীয়-সামাজিক অবক্ষয়
আর দাঙ্গা ধর্ষণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে
এখন সব মেরুদণ্ডহীন ঠুঁটো জগন্নাথ
দুঃসহ এই অরাজক সময়ে
ত্রাতা হিসাবে আজ তাই চাই
আপনার বলিষ্ঠ কবিতার হাত।

CHITROKTI PATRIKA

মনোজ কুমার মণ্ডল
ধূমকেতু শিখাটি তোমার

বিদ্রোহের বহ্নি হয়ে জ্বলে উঠলে তুমি
অসাম্যের বুকে হানলে তীব্র আঘাত
পরাধীন দেশে গাণ্ডীব বেশে রাজদ্বারে হুংকার
চেয়েছো সমস্ত অমানবিকতা হোক ধূলিসাৎ।

কে এমন হেনেছে আঘাত মোল্লা পুরুতে বলো
যারা বঞ্চনাকারী, তালা দেয় সত্যের দেবালয়ে,
সে দ্বার তুমি ভাঙতে বলেছো
হাতুড়ি শাবল চালাতে বলেছো দুর্বার নির্ভয়ে।

তাই, ধূমকেতু শিখাটি তোমার জ্বলুক এমনি করে
পুড়ে যাক হীন অমানবিকতা কুটিলতা সংসারে।

জগদীশ মন্ডল
সাম্যবাদী গান

এই বাংলার দামাল ছেলে ঝাঁকড়া কালো চুল
চুরুলিয়ার দুখু মিঞা বিদ্রোহী নজরুল,
অত্যাচারী ইংরেজ আর দালাল জমিদার
গর্জে ওঠে হাতের কলম প্রতিবাদী তার।

শোষক যারা অত্যাচারী চিনতে হয়নি ভুল
শোষিতের মুখে কথা দিলেন নির্ভীক নজরুল,
ভন্ড মেকি মোল্লা পুরুত চেনালে নির্ভুল
চির সংগ্রামী সৈনিক মা'র দামাল সে নজরুল।

অচেতন চিতে চেতন দিয়ে উচ্চে তুলে শির
সাম্যবাদের গান শোনালেন বিশ্ববিধাত্রীর।

সঞ্জিত দাস
তোমার প্রতি

তোমার অন্তর্গত বিশ্বাসে কোনো ভূগোল নেই,
নেই কোনো কাঁটাতার
তোমার গানের মূর্ছনায় বেজে ওঠে মিলন সংগীত
ঐক্যের মন্ত্রণায় বাজে সেতার

তোমার ঠোঁটের ডগার বিষের বাঁশি
আসলে ত্রস্ত করে ওদের।
অগ্নিবীণার বিচ্ছুরিত ফুলকি
দগ্ধ করে লালসা আর লোভের ।

উৎসারিত বিশ্বাস আর অভিমানে
নির্মিত তোমার অখণ্ড বোধ
তোমার করপুটে যে অঞ্জলি অমলিন চিরদিন
তাতে রুদ্র এর ঋণ হবে শোধ।

CHITROKTI PATRIKA

দেবাশীষ সরখেল
নজরুল স্মরণে

ক্লান্তি আছে বিদ্রোহ নাই চরাচরে।
থম মেরে আছে বাতাস।
মুসাফির ভয় পান কাষ্ঠ হাসি ঝুলে থাকে ঠোঁটে।
জননী কি খুশি? খুশি নন?
যত ধর্মাধর্ম নিচে।
আকাশে ধর্মরুপি বক।
চালের খুদের গন্ধ নাই রমার ভান্ডারে।
জ্যোৎস্নায় গুটিসুটি মরা ডালে লেপ্টে থাকে তৃষিত পেচক।

শিবানী পাঁজা
সবার কবি

কবিতায় গানে তুলনাহীন
সবার কবি নজরুল
তার মন্ত্রে দীক্ষিত হতে
করো না ভাই কোনো ভুল
জ্বেলে জ্বেলে বিদ্রোহের আগুন,
রুখেছে সে অবিচার
দুর্বৃত্তের উৎপাটিত মূল
লালসা ছারখার।

কেশব সরকার
বিদ্রোহী কবি

বাল্যে নাম ছিল দুখুমিয়া,
তাঁর গানের সুরে মুগ্ধ সবার হিয়া,
যৌবনে যুদ্ধে চলে গেলেন
ফিরে পার্টিতে যোগ দিলেন
রচনা করলেন কবিতা-গান
শুনে অনুপ্রাণিত জনতা -প্রাণ।
রবীন্দ্র পরবর্তীকালে
জনতা -মনে অটুট তাঁর স্হান।

CHITROKTI POTRIKA

মৌসুমী মান্না ভট্টাচার্য
অগ্নিদূত

চলে গেলে 'অগ্নিদূত' অনুচ্চারে?
ঊনিশশো ছিয়াত্তর আগস্ট পঁচিশ
তন্ত্রে অগ্নিবীণার আগুন ছড়িয়ে
হাহাকার পূর্ণ ব্যথার বন্দীশ!

চোখে ভাসে সেই বিদ্রোহী রূপ,
ছন্দিত শব্দ আজও শুনি সেই উদাত্ত কন্ঠ -
নবীন -প্রবীণ দেখো স্মরে সেই শুভক্ষণ
আঠারোশো নিরানব্বই ছাব্বিশে মে এগারোই জৈষ্ঠ্য।
হে বীর, ফিরে এসো প্রতি বাংলার ঘরে
হাজার অগ্নিদূত হয়ে, অগ্নিবীণার সুর ঝংকার।

শ্যামল শীল
কাজী নজরুল

হিংসায় উন্মত্ত দেশ
কেউ সম্প্রীতি করছে ভন্ডুল
আজ যাঁর খুব প্রয়োজন
নাম তাঁর কাজী নজরুল

দেখেছি তোমার চিত্ত ভয়হীন
উদার, উন্মুক্ত মন, সাফ কথা
অসহায়ের পাশে থেকেছ
ঘুচিয়ে দিয়েছ কত নিঃস্বের ব্যথা

সাফ কথা একটাই বিলকুল
তোমার আজ খুব প্রয়োজন, নজরুল

গোপাল বিশ্বাস
কবি নজরুল স্মরণে

জীবনের জয়গান শুনিয়েছ শতবর্ষ আগে
এখনও উদবেলিত করো নব যৌবনের ফাগে।

চেয়েছিলে শান্ত হতে বিনাশ করে সব বৈষম্য
সমস্যা জর্জরিত সমাজ পরিবর্তনে সাম্যগানে রত।

অগুনতি প্রাণিত প্রাণ নিঃসহায় সঁপেছে পদতলে
জানি তারা ওঠবে জেগে তোমার প্রেরণা পেলে।

পীড়িত মন আজও নিষ্পেষিত আমার স্বাধীন দেশে
প্রতারক, লুঠেরা আসে দ্বারে সমাজসেবীর বেশে।

তোমার অর্ধেক আকাশের সম্ভ্রম লুন্ঠিত পথে-ঘাটে
তবু চলে পথ হাতে গোনা ক-জন তোমার আদর্শ নিয়ে সাথে।

CHITROKTI PATRIKA

সন্দীপ জানা
আজ এই দিনে...

কবি, জানি আজও তোমার সমাধির নীচে
সঞ্চিত আছে বিদ্রোহী আগুনের তাপ
পীড়নে পীড়নে প্রতিনিয়ত ক্ষয়ে যাওয়া নিঃস্ব নাগরিক আমি;
মুঠো ভরে তোমার সমাধিতে রেখে আসি শুকনো পাতা
গাছে আজ ফুল নেই, বিদ্বেষ আগুন ছড়িয়েছে বাতাসে
পটপট পুড়ছে ঘর থেকে দেশ-মহাদেশ
তবু শান্ত শীতল আমাদের বুক
বিক্রিত মস্তকে তোমার সমাধির পাশে বসে থাকি
একটু উত্তাপ পাব বলে...

বাসন্তী দাশ
তুমি আছো, তোমাতেই

'সুর বাগিচার বুলবুলি '-হে কবি,
তোমার নিঃশব্দ অপসারণ,
যেন মহাকাশে উল্কা পতন ।
তোমার স্থিতপ্রজ্ঞ অবয়বখানি
জ্বলন্ত এক প্রতিবাদ ।
সহসা মূক হয়ে যাওয়া
এই মুখর পৃথিবীতে _
বয়সের ভারসাম্যহীন
এক অনন্য নির্লিপ্ততা;
তবুও তোমার সৃষ্টি আলোড়ন তোলে চেতনার গভীরে।
সুরবাগিচার বুলবুলি _হে কবি
তুমি আছো তোমাতেই।

শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
ফিরে এসো নজরুল

সত্যি তুমি হারিয়ে গেছ কান্না দিয়ে বুঝি
বিদ্রোহ আজ মাটির তলায় তোমায় আবার খুঁজি।

সাম্যের গান কেউ গায় না ভোট করেছে পুঁজি
আখের গোছাতে ব্যস্ত সবাই কাণ্ডারিকেই খুঁজি।

মন্দির আর মসজিদ নিয়ে হানাহানি দেখি রোজই
উন্নত শির তোমাকেই ভাবি তোমাকেই শুধু খুঁজি।

বৃন্ত কবেই খসে গেছে কবি ফিরে এসো তুমি কাজি
হাল ধরো আজ কঠিন সময় বিদ্রোহীকেই খুঁজি।

CHITROKTI PATRIKA

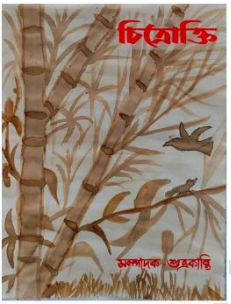

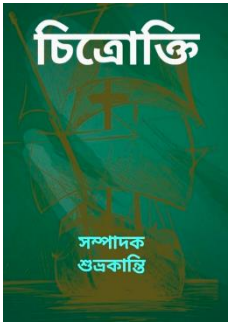

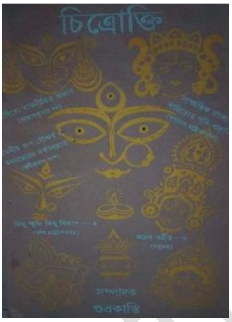

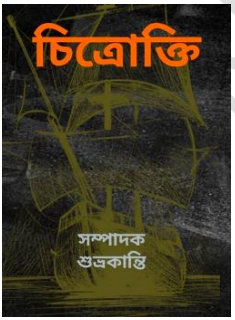

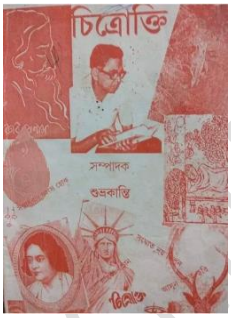

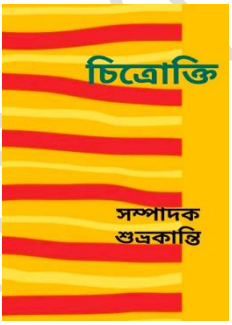

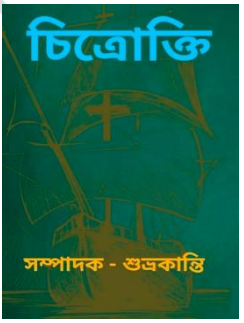

পরিকল্পনা - লোপামুদ্রা, প্রচ্ছদ ভাবনা - গার্গী, সম্পাদনা - শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ন - চৈতন্য (হায়দ্রাবাদ)

"CHITROKTI" online quarterly Little Magazine published by Subhra Kanti Chattopadhyay from Anandamoyee Apartment, Bose Para Road, Barisha, Kolkata-700008, Designed by Chaithanya K, Hyderabad.
1st Year, Special 4th Issue, Egaro Jaisthya Sankhya (Kobi Nazrul), Online, May 2022.